ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল(ইভি)
২য় সাময়িক পরীক্ষা -২০২১
শ্রেণি: অষ্টম
বিষয়: বাংলা
অধ্যায়: বাবুরের মহত্ত্ব
হ্যান্ডনোট নং-

শিক্ষকের নামঃ তাজুল মারুফ
১। কবিতাটির রিডিং ও আলোচনা
২। উক্ত কবিতাটির কবি ও পাঠ পরিচিতি
৩। সৃজনশীল প্রশ্নঃ
৪। জ্ঞানমূলক/বহিনির্বাচনি প্রশ্নঃ

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। প্রচণ্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই ঘর-বাড়ি ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কূলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

ক. রণবীর চৌহান কে ছিলেন?

উঃ রণবীর চৌহান ছিল একজন স্বদেশ প্রেমিক রাজপুত যুবক, যে বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

খ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে'- কেন?

উ: 'বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে'–এ কথার অর্থ হলো–প্রাণ হরণ করা যতটা সহজ, মানুষকে প্রাণ দান করা ঠিক ততটাই কঠিন কর্ম।

কালিদাস রায়ের 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার তরুণ রণবীর চৌহান সম্রাট বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। সে সময় সে দেখতে পায় যে বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি প্রার্থনা করলে বাবুর তাকে ক্ষমা করে উ পর্যুক্ত মন্তব্যটি করেন। এ কথার অর্থ হলো একজনের কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে, কিন্তু জীবন দান একমাত্র ক্ষমাশীলতার মাধ্যমেই হতে পারে–যেটা অত্যন্ত কঠিন। কারণ অপরাধের ধরনের ওপর ক্ষমা করা-না করা অর্থাৎ জীবন দান নির্ভর করে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আচরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

উ: উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়ার আচরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার ফুটে ওঠা দিকটি হলো মহানুভবতা।

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার মোগল সম্রাট বাবুর রাজ্য বিজয়ের পর প্রজাসাধারণের হৃদয়-জয়ে মনোযোগী হলেন। তাই ছদ্মবেশ ধরে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখার জন্য দিল্লির পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। একদিন যখন তিনি দিল্লির পথে পথে ঘুরছিলেন, তখন একটা মত্ত হাতি পথের ওপর ছুটে আসে। হাতির ভয়ে সবাই রাস্তা থেকে সরে পড়ে। কেবল রাজপথের ধুলায় একটি শিশু পড়ে থাকে। হাতির পায়ের চাপে শিশুটির মৃত্যু হতে পারে বলে সবাই শিশুটিকে কুড়িয়ে আনতে বললেও নিজেরা কেউই সাহস করে আগায় না। সে সময় বাবুর ভিড় ঠেলে, হাতির শুঁড়ের ঘষা শরীরে সহ্য করে পথের শিশুকে বুকে করে এনে তার মায়ের কোলে তুলে দেন।

উদ্দীপকেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি পরিবার যখন নৌকাযোগে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছিল, তখন স্রোতের টানে তাদের নৌকাটি উল্টে যায়। সবাই সাঁতার কেটে তীরে উঠলেও একটি শিশু জলে ডুবে যায়। তখন বড় মিয়া নামের এক যুবক পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে। উদ্দীপকের বড় মিয়ার আচরণের এই দিকটি 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার উপর্যুক্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা বাবুরের মহত্ত্বকে নির্দেশ করে।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না- যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটি বিশেষ দিক মহানুভবতার প্রকাশ ঘটলেও সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করেনি।

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় আরো বর্ণিত হয়েছে–মোগল সম্রাট বাবুর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্প বয়সে দুইবার সিংহাসন হারান। তার পরও নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন। এরপর তিনি পাঠান বাদশাহ্ ইব্রাহীম লোদিকে পানি পথের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আহ্বান করলে তাঁকেও খানুয়ার প্রান্তরে পরাজিত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবের শাসক কৃতঘ্ন দৌলত খাঁ লোদি পরাজিত ও নিহত হলে বাবুরের আর কোনো প্রতিরোধ থাকে না। কিন্তু বাবুর দস্যুর মতো লুণ্ঠিত সম্পদে তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা মাটির দখলই একমাত্র জয় নয়। ভারতের যারা প্রকৃত অধিবাসী অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তাই পর্যটকের ছদ্মবেশে দিল্লির পথে-প্রান্তরে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঘুরতে লাগলেন। এ দিকটি ছাড়াও তাঁকে হত্যা করতে আসা রণবীর চৌহানকেও ক্ষমা করে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

আর উদ্দীপকের বড় মিয়া শুধু নিজের জীবনের বিনিময়ে পানি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে। এ বর্ণনার বাইরে আর কিছু নেই। তাই উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সম্পূর্ণ দিক উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

২। "বাঁচিতে চাইনা আর

জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, পূত পদে আপনার।
ইব্রাহীমের গুপ্ত ঘাতক আমি ছাড়া কেু নয়,
ঐ অসীখানা এ বুকে হানুন, সত্যের হোক জয়।”

ক) বাবুরের আসল নাম কী?
খ) বাবুরকে ‘বে-আকুফ’ বলা হয়েছে কেন?
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ইব্রাহীমের গুপ্তঘাতকের সঙ্গে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকটি ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশে কতটুকু সক্ষম হয়েছে তা যুক্তি সহকারে আলোচনা করো।

জ্ঞানমূলক/বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে?
উঃ পর্ণপুট
২। ‘জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ’- উক্তিটি কার?
উঃ সংগ্রাম সিং
৩। সংগ্রাম সিং কোথায় পরাজিত হন?
উঃ খানুয়ার প্রান্তরে
৪। সম্রাট বাবুরকে হত্যার অন্য কে পথে পথে ঘুরছিলো?
উঃ রণবীর চৌহান
৫। কবি কালিদাস রায় কবি হিসেবে কোন উপাধিতে ভূষিত হন?
উঃ কবিশেখর
৬। পানিপথ কী?
উঃ যুদ্ধক্ষেত্র
৭। বাবুর মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন কত বছর বয়েসে?
উঃ ১১ বছর।
৮। দণ্ডবিধান শব্দের অর্থ কী?
উঃ শাস্তি প্রদান
৯। ‘করি-শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি’ চরণটির অর্থ কী?
উঃ হাতির শুঁড়ের আঘাত সহ্য করে।
১০। কবি কালিদাস রায় কখন জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ ১৮৮৯ খ্রি.